বিষয়বস্তুঃ দুর্নীতিমুক্ত জীবন ও সমাজ

রবীউস সানী মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৮ রবীউস সানী ১৪৪৫ হিজরী, ৩ নভেম্বর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১১৯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ.

মুহতারম ঈমানদার ভাই সকল ! আজ রবীউস সানী মাসের ১৮ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা আলোচনা করব 'দুর্নীতিমুক্ত জীবন ও সমাজ' সম্পর্কে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা আনফালের ৫৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দুর্নীতিবাজ মানুষদেরকে পছন্দ করেন না।"

অনুরূপভাবে বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ মুস্নাদে আহমাদের ১২৫৬৭ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস বিন মালিক (রযি)

থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ "ওই ব্যক্তির মধ্যে ঈমান নেই, যার মধ্যে আমানাতদারী নেই। (অর্থাৎ দুর্নীতিবাজ খাঁটি ঈমানদার হতে পারে না)। আর ওই ব্যক্তি দ্বীনদার নয়, যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে না।"

জেনে রাখা দরকার, বর্তমান আধুনিক যুগে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যতবেশি উন্নত হচ্ছে, ততবেশি নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা জানি বর্তমান সমাজে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত সমস্ত দফতরে এবং ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। যারফলে আজকের সমাজে আমানাতদার অর্থাৎ বিশ্বস্ত মানুষের বড় অভাব।

দুনিয়ার তথাকথিত বুদ্ধিজিবি মানুষেরা নিজেদের আত্মসমীক্ষা না করে পৃথিবীর কোনদেশ দুর্নীতিগ্রস্তের তালিকায় কত নম্বরে তা নিয়ে গবেষণা করছেন। কিন্তু গোটা পৃথিবীকে নিয়ে গবেষণা করার চেয়ে প্রত্যেকে নিজে

নিজেকে নিয়ে আত্মসমীক্ষা করলে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভাল হবে। কেননা প্রত্যেকে নিজে নিজে সংশোধন হলে গোটা পৃথিবীর সমাজ ও দেশ আপনা আপনি সংশোধন হয়ে যাবে। সেজন্য আজ আমরা দুর্নীতিমুক্ত জীবন ও সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত বয়ান শুনব, ইনশা আল্লাহ।

আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা বিশেষ করে ৩টি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবঃ (১) দুর্নীতি ও খিয়ানাত কাকে বলে ? (২) দুর্নীতি কয় প্রকার ও তার পরিণাম কী? (৩) শেষ যমানায় দুর্নীতির ভয়াবহ পরিস্থিতি।

প্রথম বিষয়ঃ দুর্নীতি ও খিয়ানাত কাকে বলে ?

জেনে রাখা দরকার, বিখ্যাত ফিকাহবিদ ও সাহিত্যিক ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহ) ‘মুফ্‌রাদাতুল কুরআন’ নামক কিতাবের ৩০৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, “কারোর কোন বস্তু কিংবা কোন প্রতিশ্রুতিকে সংরক্ষিত রাখার পর, সেটাকে গোপনে বিনষ্ট করার নাম হল খিয়ানাত বা দুর্নীতি।”

সুধী বন্ধুগণ ! এখন চিন্তার বিষয় হল, ইমাম রাগিব (রহ) দুর্নীতি বা খিয়ানাতের যে পরিচয় পেশ করেছেন, সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনে মিলিয়ে দেখলে, নিঃসন্দেহে আমরা বহু ক্ষেত্রে দুর্নীতির সাথে জড়িত আছি বলে প্রমাণিত হবে। কেননা খিয়ানাত বা দুর্নীতি শুধুমাত্র মানুষের গচ্ছিত সম্পদের মধ্যে হয় না, বরং কারোর কোন গোপন কথাবার্তাকে প্রকাশ করে দেওয়া কিংবা কারোর ন্যায্য অধিকার ও প্রতিশ্রুতিকে গোপনে বিনষ্ট করাকেও খিয়ানাত বা দুর্নীতি বলা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ আপনার কাছে যদি কেউ টাকা-পয়সা কিংবা কোন জিনিস গচ্ছিত রাখে, কিংবা সরকারি অর্থ থাকে আর আপনি সেটাকে গোপনে লোপাট করে দেন, তাহলে এটা তো খিয়ানাত হবেই। অনুরূপভাবে যদি কেউ আপনার কাছে কোন একটি তথ্য গোপন রাখতে প্রতিশ্রুতি নেয়, আর আপনি সেই তথ্যটি তার অজান্তে ফাঁস করে দেন, তাহলে এটাও খিয়ানাত বলে গণ্য হবে। তেমনিভাবে স্বামী স্ত্রী যদি গোপনে একে অপরের অধিকার নষ্ট করে,

তাহলে এটাও এক প্রকারের খিয়ানত ও দুর্নীতি।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ দুর্নীতি কয় প্রকার ও তার পরিণাম ?

সম্মানিত ভাই সকল ! আমরা অনেকে মনে করি যে, দুর্নীতি শুধুমাত্র বান্দার হকের মধ্যে হয়। অথচ ফুকাহায়ে কিরামগণ লিখেছেন, দুর্নীতি ৩ প্রকার। (১) আল্লাহর সঙ্গে দুর্নীতি, (২) রসূলের সঙ্গে দুর্নীতি, (৩) বান্দার সঙ্গে দুর্নীতি। কুরআন করীমের মধ্যে সূরা আনফালের ২৭ নম্বর আয়াতে এই ৩ প্রকারের দুর্নীতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا أَمَانٰتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ এবং রসূলের সাথে খিয়ানাত অর্থাৎ দুর্নীতি কর না এবং জেনে শুনে নিজেদের আমানাতের মধ্যে খিয়ানাত কর না।” এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, খিয়ানাত ৩ প্রকার। এক নম্বর খিয়ানাত হল, আল্লাহর হকের মধ্যে খিয়ানাত। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ সমূহ সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে আদায় না করা। ২ নম্বর খিয়ানাত হল, রসূলের হকের মধ্যে খিয়ানাত। অর্থাৎ রসূল

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও আদেশ সমূহ যথাযত পালন না করা। আর ৩ নম্বর খিয়ানাত হল, বান্দার হকের মধ্যে খিয়ানাত। অর্থাৎ বান্দার সমস্ত অধিকার সমূহ সঠিকভাবে আদায় না করা।

মনে রাখবেন, এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খিয়ানাত হল, বান্দার হকের খিয়ানাত। কেননা আল্লাহর হক তিনি চাইলে হয়ত ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু বান্দার ব্যক্তিগত হক বান্দা যতক্ষণ ক্ষমা না করবে আল্লাহ ততক্ষণ ক্ষমা করবেন না। হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে কি হবে ? বরং তুমি সেই বান্দার কাছে যাও, যার তুমি হক নষ্ট করেছ। বিশেষ করে বর্তমান যুগে বড় বড় সরকারি উচ্চপদস্থ নেতাদের বড় বড় দুর্নীতির স্ক্যামগুলি যেভাবে সামনে আসছে, তাতে জানা যাচ্ছে যে শুধু এক আধ হাজার টাকা নয় বরং হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। যাইহোক এ সমস্ত দুর্নীতির পরিণাম ও ফলাফল কিছু দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে। যেমন বর্তমান হচ্ছে এবং আখেরাতে এর চেয়ে

বেশি ভোগ করতে হবে।

ঘটনাঃ

মৃত্যুর পর দুর্নীতির পরিণাম সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা শুনিঃ সহীহ মুসলিমের ১১৪ নম্বর হাদীসে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, খয়বারের যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু সাহাবী ছুটে এসে নবীজিকে সংবাদ দিলেন যে, فُلَانٌ شَهِيْدٌ অমুক শহীদ, فُلَانٌ شَهِيْدٌ অমুক শহীদ। অবশেষে সাহাবীরা এক ব্যক্তি সম্পর্কে যার নাম ছিল কির্‌কিরাহ। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ এই কির্‌কিরাহ নবীজির খাদিম ছিলেন। সফরে নবীজির ভারি ভারি সামানপত্র বহন করে নিয়ে চলতেন। তার সম্পর্কে সাহাবীরা যখন বললেনঃ فُلَانٌ شَهِيْدٌ অমুক শহীদ, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ كَلَّا اِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا কখনই হতে পারে না। অর্থাৎ কির্‌কিরাহ কখনই শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। কেননা আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে দেখেছি। সে

যুদ্ধের মালে গনীমতের মধ্য থেকে একটি চাদর চুরি করে দুর্নীতি করেছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে উমার ! যাও মানুষের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, (দুর্নীতিমুক্ত) খাঁটি ঈমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। হযরত উমার (রযি) একথা সকলের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন।” এটি সহীহ মুসলিমের ১১৪ নম্বর হাদীস।

তৃতীয় বিষয়ঃ শেষ যমানায় দুর্নীতির ভয়াবহ পরিস্থিতি।

মুহতারম বন্ধুগণ ! মনে রাখবেন, উলামায়ে কিরামগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে সমীক্ষা করে বলেছেন যে, এই দুর্নীতি কিয়ামতের পূর্বে ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনবে। আর এই দুর্নীতি কিয়ামত সন্নিকটে হওয়ার আলামত। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করি। সহীহ ইবনে হিব্বানের ৬৭০৬ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কিছু সাহাবীকে জোরে হাসতে দেখে) বললেনঃ

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

“আমি যা জানি তোমরা তা যদি জানতে, তাহলে পৃথিবীতে হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি। অতঃপর নবীজি বললেনঃ (কিয়ামতের পূর্বে) নিফাক অর্থাৎ দ্বিচারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানাত অর্থাৎ বিশ্বস্ততা ও সুনীতি পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। মানুষের মধ্যে দয়ামায়া কিছুই থাকবে না। আমানাতদার মানুষের উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করা হবে। আর বিশ্বাসঘাতককে বড় আমানাতদার মনে করা হবে। তখন তোমাদের উপর বিদঘুটে অন্ধকার রাতের ন্যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের সমতুল্য ফিতনা আসবে।”

সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী ! এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা গেল যে, কিয়ামাতের পূর্বে মানুষের অন্তর থেকে আমানাতদারী উঠে যাবে। যারফলে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ফিতনা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়বে। যেমন বর্তমান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে আমানাত কীভাবে উঠে যাবে? এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ সহীহ

বুখারীর ৬৪৯৭ নম্বর হাদীসে হযরত হুযাইফাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমানাত সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে দু'টি বিষয় শুনেছি। একটি তো আমি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ দেখেছি। আর আরেকটি বিষয় সম্পর্কে অপেক্ষায় আছি, যেটা কিয়ামতের পূর্বে ঘটবে।

প্রথম বিষয়ঃ নবীজি বললেনঃ "আমানাত মানুষের অন্তরের কেন্দ্রস্থলে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই তারা কুরআন থেকে এবং সুন্নত থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। মনে রাখবেন, হুযাইফাতুব্নুল ইয়ামান (রযি) এই বিষয়টি নিজের চোখে সাহাবাদের মাঝে অনুভব করেছেন যে, তাদের মধ্যে আমানাতদারী পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তাই তাঁরা কুরআন ও হাদীসের নুরানী জ্ঞান সঠিকভাবে অর্জন করে তার উপর আমল করতে পেরেছিলেন।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি যার অপেক্ষায় তিনি ছিলেন, সেটা হল কিয়ামতের পূর্বে ওই আমানত মানুষের অন্তর থেকে আবার তুলে নেওয়া হবে। আর সেটা এমনভাবে ঘটবে যে,

মানুষ প্রথমবার এক ঘুম ঘুমাবে, তখন সেই ঘুমন্তাবস্থায় আমানাত অন্তর থেকে তুলে নেওয়া হবে। যারফলে অন্তরে একটি গোলাকার বিন্দুর মত তার প্রভাব বাকি থাকবে। অতঃপর আবার একবার ঘুমাবে, তখন আবার আমানাতকে পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হবে। যারফলে তার চিহ্ন আগুনের ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। যেমন পায়ে ফোস্কা পড়লে তার মধ্যে কিছুই থাকে না, তেমনই অন্তরে আমানাত বলতে আর কিছুই থাকবে না।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সেই সময় মানুষ একে অপরের সাথে লেনদেন করবে কিন্তু কেউ সঠিকভাবে আমানাত আদায় করবে না। অর্থাৎ আমানাতদার মানুষ খুঁজে মিল করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। তখন বলা হবেঃ অমুক গোত্রে একজন আমানাতদার লোক আছে। তার সম্পর্কে লোকেরা সকলে বলবেঃ সে কতই না জ্ঞানী, সে কতই না হুশিয়ার ও বাহাদুর ? অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণে ঈমানও থাকবে না।”

মুহ্তারম ভাই সকল ! মনে রাখা দরকার, খুব শীঘ্রই

সেই যমানা আসতে চলেছে বরং বলা যায় এসেই গেছে। অদূরভবিষ্যতে গোটা মানবসমাজে দুর্নীতি ছেয়ে যাবে। তাই বলিঃ শুধু জাগতিক শিক্ষা থাকলেই হবে না। বরং যদি সুনীতি ও আদর্শশিক্ষা না থাকে, তাহলে যতবড় নেতা হবে ততবড় দুর্নীতিবাজ হবে। যেমন আমরা বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করছি, কিছু অসাধু নেতা-মন্ত্রিরা এবং চিটফাণ্ডের কর্ণধররা জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। আর এই বড়বড় দুর্নীতির ফলে আজ দেশের মধ্যে হু হু করে সমস্ত বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হতেই চলেছে। রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। বিশেষ করে বর্তমান ভারত বর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ তলানিতে পৌঁছে গেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ হাহাকার ও অনাহারের শিকার এবং অধিকাংশ মানুষ ঋণগ্রস্ত।

সুধী বন্ধুগণ ! অবশেষে নিরীহ আমজনতার বর্তমান এই করুন পরিস্থিতির মূল কারণ সম্পর্কে একটি ছড়া বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমরা প্রায় সকলে ছোট বেলায় নানি-দাদিদের কাছে অনেক মজার মজার গল্প শুনেছি। গল্প

বলা শেষ হলে তাদের মুখে একটি ছড়া প্রায় শুনতাম। আজ সেই ছড়াটি আবার একবার শুনি। কেননা এর মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি চমৎকার শিক্ষা নেওয়ার আছে।

আমার গল্প ফুরল
নটে গাছটি মুড়ল
কেনরে নটে মুড়ুলি
গরুতে কেন খায়
কেনরে গরু খাস
রাখাল কেন চরায় না
কেনরে রাখাল চরাস না
বউ কেন ভাত দেয় না
কেনরে বউ ভাত দিস না
ছেলে কেন কাঁদে
কেনরে ছেলে কাঁদিস
পিঁপড়ে কেন কামড়ায়
কেনরে পিঁপড়ে কামড়াস

কুটুস কুটুস কুটুস---

সুধী বন্ধুগণ ! এই ছড়ার মধ্যে যেমন নটে গাছটি মুড়নোর মূল কারণ বেরিয়ে আসল, তেমনিভাবে বর্তমান যুগে আম সাধারণ জনতার আর্থিক দুরবস্থার মূল কারণ খতিয়ে দেখলে যে সমস্ত কারণ সমূহ সামনে আসবে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বের হবে, এই সমস্ত বড় বড় দুর্নীতি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ জীবন ও সমাজ গড়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنْ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল